উপস্থিত

বিচারপতি জনাব জাফর আহমেদ

২০২০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৫৩৫ সঙ্গে

বিচারপতি জনাব জাফর আহমেদ

২০২০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৫৩৫ সঙ্গে

ফৌজদারি আপিল নং ১৫৩৬/২০২০

মো: এরশাদ আলী @ মো: এরশাদ উল্লাহ

আপীল্যান্ট

বনাম

রাষ্ট্র এবং অন্যান্য

রেসপনডেন্টগণ

জনাব এস এম রিফাজউদ্দিন সঙ্গে

অ্যাডভোকেট জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম

উভয় আপিলের অভিযুক্ত-আপীল্যান্টের পক্ষে

জনাব মো: এনামুল হক মোল্লা, ডিএজি সঙ্গে

মিসেস মারুফা আক্তার, এএজি

উভয় আপিলের ১নং আপীল্যান্টের পক্ষে

অ্যাডভোকেট জনাব এস এম শাহজাহান সঙ্গে

অ্যাডভোকেট জনাব শামসুল ইসলাম

উভয় আপিলের ২নং আপীল্যান্টের পক্ষে

শুনানির তারিখ: ১৯.০৮.২০২০,০২.০৯.২০২০,১০.০৯.২০২০ এবং ১৭.০৯.২০২০

রায়ের তারিখ: ২২.০৯.২০২০

উভয় আপিলের ক্ষেত্রে, একই পক্ষগণের মধ্যে, একই লেনদেনের ফলশ্রুতিতে ডিজঅনার হওয়া চেকগুলি ইস্যু করা হয় এবং উভয় আপিলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাথে একই ঘটনার প্রশ্ন এবং অভিন্ন আইনের বিষয় জড়িত। অতএব, উভয় আপিল একই সাথে শ্রবণ করা হল এবং একই রায় দ্বারা নিষ্পত্তি করা হল। মো: এরশাদ আলী ওরফে মো: এরশাদ উল্লাহ (মেসার্স এরশাদ ব্রাদার্স কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান) হলেন অভিযুক্ত-অ্যাপীল্যান্ট এবং হাইটেক স্টিল রি-রোলিং মিলস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: আতিকুর রহমান হলেন অভিযোগকারী-রেসপনডেন্ট।

২০১৭ সালের সি.আর মামলা নং ১১১৫ থেকে উদ্ভূত সেশনস কেস নং ৬৮১/২০১৮ এ বিগত ১৫.১০.২০১৯ তারিখে বিজ্ঞ দায়রা জজ, নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক আপিলকারীকে প্রদত্ত ১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন এর ১৩৮ ধারায় (এক) বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড সহ ডিসঅনার চেকের সমপরিমাণ ৪৪,৭০,০০০/- টাকা জরিমানার সাজার রায় ও আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে আপিলকারী পক্ষ ফৌজদারী আপিল নং ১৫৩৫/২০২০ দায়ের করেন।

২০১৭ সালের সি.আর মামলা নং-১১১৬ থেকে উদ্ভূত সেশনস কেস নং ৬৮২/২০১৮ এ বিগত ০৯.১০.২০১৯ ইং তারিখে বিজ্ঞ দায়রা জজ, নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক আপিলকারীকে প্রদত্ত ১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন এর ১৩৮ ধারায় (এক) বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড সহ ডিসঅনার চেকের সমপরিমাণ ৮৯,৪০,০০০/- টাকা জরিমানার সাজার রায় ও আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে আপিলকারী পক্ষ ফৌজদারী আপিল নং ১৫৩৬/২০২০ দায়ের করেন।

উভয় মামলায় অভিযোগকারীর ভাষ্য:

পক্ষগণ পূর্বে একে অপরের সাথে পরিচিত ছিল এবং তাদের মধ্যে ভাল ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। আপিলকারী অভিযোগকারীর কোম্পানি থেকে প্রায়শই বাকীতে রড কিনতেন। এভাবে কোম্পানির নিকট তার ১,৩৪,১০,০০০/-টাকা বকেয়া হয়েছিল।

সাক্ষীদের উপস্থিতিতে সম্পূর্ণ বকেয়া সমন্বয় করার জন্য আপীলকারী ১৬.০৭.২০১৭ তারিখে ৪৪,৭০,০০০/ টাকা এবং ২০.০৭.২০১৭ তারিখে ৮৯,৪০,০০০/- টাকার চেক অভিযোগকারী বরাবর ইস্যু করেন। ২৪.০৮.২০১৭ তারিখে চেক দুটি নগদায়নের জন্য ব্যাংকে জমা প্রদান করা হয়। ১৬.০৭.২০১৭ তারিখের ৪৪,৭০,০০০/- টাকার চেকটি 'পেমেন্ট বন্ধ' থাকার কারণে ডিজঅনার হয়। ২০.০৭.২০১৭ তারিখে ৮৯,৪০,০০০/-টাকার চেকটি,'তহবিলের অপর্যাপ্ততার' কারণে ডিজঅনার হয়। ১২.০৯.২০১৭ তারিখে অভিযোগকারী আইনগতভাবে আবশ্যক পৃথক পৃথক লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করেন, যা আপিলকারী ১৮.০৯.২০১৭ তারিখে প্রাপ্ত হন। আপিলকারী অভিযোগকারীকে প্রদত্ত চেকের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করেননি।

পদ্ধতিগত বিষয়:

উভয় মামলায় অভিযোগকারীর পক্ষে রিকভারি ম্যানেজার মো: বিল্লাল হোসেন ৮.১১.২০১৭ তারিখে নারায়ণগঞ্জের চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালতে লেটার অফ অথরাইজেশন মূলে (যদিও প্রায়শই তা পাওয়ার অব অ্যাটর্নি হিসেবে গণ্য করা হয়) দায়ের করেন।বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত মোঃ বিল্লাল হোসেনকে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (সংক্ষেপে, 'সিআরপিসি) এর ধারা ২০০ এর অধীনে পরীক্ষা করেন এবং আপিলকারীর বিরুদ্ধে হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন ১৮৮১ (সংক্ষেপে 'এনআই অ্যাক্ট') এর ধারা ১৩৮ এর অধীন অপরাধ আমলে নেন এবং সমন জারি করেন। আপিলকারী বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হয়ে জামিন প্রাপ্ত হন।

উভয় মামলা নিষ্পত্তির জন্য বিজ্ঞ দায়রা জজের আদালতে স্থানান্তর করা হয় এবং যথাক্রমে ২০১৮ সালের ৬৮১ নং এবং ২০১৮ সালের ৬৮২ নং সেশন কেস হিসাবে তা নথিভূক্ত করা হয়। আপীলকারীর বিরুদ্ধে এন.আই. এ্যাক্ট এর ১৩৮ ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয় এবং উভয় মামলাতেই তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন। বিজ্ঞ দায়রা জজ মামলাগুলির বিচারকার্য সম্পন্ন করেন।

অভিযোগকারীর দ্বারা অনুমোদিত ব্যক্তির পরিবর্তন:

৩১.১০.২০১৮ তারিখে অভিযোগকারী উভয় মামলায় অভিযোগকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য অনুমোদিত ব্যক্তি পরিবর্তনের পৃথক আবেদন করেন। এবার অনুমোদিত ব্যক্তি হন অভিযোগকারীর কোম্পানির

রিকভারি অফিসার মো: আরিফ হোসেন। বিজ্ঞ দায়রা জজ ২৪.০৩.২০১৯ তারিখের পৃথক পৃথক আদেশের মাধ্যমে আবেদনগুলি মঞ্জুর করেন।

সাক্ষীগণ:

৬৮১/২০১৮ নং সেশন মামলার প্রসিকিউশন মো: আরিফ হোসেনকে একমাত্র সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করেন এবং তাকে জেরা করা হয়। অভিযুক্তপক্ষ কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেননি। ৬৮২/২০১৮ নং সেশন মামলার প্রসিকিউশন মো: আরিফ হোসেনকে একমাত্র সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করেন এবং তাকে জেরা করা হয়। এই মামলায় অভিযুক্তপক্ষ দুজন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেন। এরশাদ গ্রুপের ব্যবস্থাপক মো: জাকির হোসেন বিবাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী হন। বিবাদী পক্ষের ২নং সাক্ষী হলেন অত্র আপীল্যান্ট। উভয় সাক্ষীকে জেরা করা হয়। রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্য-প্রমাণাদি নথিভুক্ত করার পরে উভয় মামলায় সিআরপিসির ধারা ৩৪২ এর অধীনে আপিলকারীকে পরীক্ষা করা হয়। তিনি পুনরায় নিজেকে নির্দোষ দাবী করেন।

দালিলিক প্রমাণাদি:

উভয় মামলায় মূল চেক, ডিজঅনার স্লিপ, লিগ্যাল নোটিশ, ডাক রশিদ এবং প্রাপ্তিস্বীকার রশিদ পিডব্লিউ ১ এর মাধ্যমে প্রমাণাদি হিসেবে দাখিল করা হয়। এই প্রমাণাদিগুলি অভিযুক্তপক্ষ চ্যালেঞ্জ করেননি অভিযুক্তপক্ষ কোনও প্রমাণাদি দাখিল করেননি।

অভিযুক্তপক্ষের বক্তব্য:

আপীল্যান্ট চেকগুলিতে থাকা স্বাক্ষরগুলি অস্বীকার করেননি। ৬৮২/২০১৮ নং সেশন মামলায় ডিডব্লিউ ২ হিসাবে অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য এই যে, অভিযোগকারী তাকে তার কারখানার পণ্য বাজারজাতকরণ করতে বলেছিলেন। আপীল্যান্ট তাকে বলেছিলেন যে চুক্তিবিহীন অবস্থায় তিনি কোনও ব্যবসা করবেন না।এরপরে আপীল্যান্ট ব্লাঙ্ক চেকে অগ্রিম স্বাক্ষর করে বিদেশে চলে যান। আপিল্যান্ট এটি জানতেন না যে তাঁর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জিএম অভিযোগকারীর সাথে ব্যবসা করছেন। উক্ত জিএম অভিযোগকারীকে চেক দিয়েছিলেন। আপীলল্যান্ট জিএম-এর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করেন। আপীল্যান্ট অভিযোগকারীর সাথে কোন ব্যবসা করেননি।

কে পাওনাদার-মোঃ আতিকুর রহমান নাকি হিচ স্টিল রি-রোলিং মিলস লিমিটেড?

অভিযোগকারী নিজের বর্ণনা দেওয়ার সময় উভয় মামলার আর্জিতে নিম্নরূপ বক্তব্য প্রদান করেছেন-

মো: আতিকুর রহমান

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

হাইটেক স্টিল রি-রোলিং মিলস লিমিটেড ....

তার পক্ষে

মো: বিল্লাল হোসেন

রিকভারি ম্যানেজার

উভয় আর্জির নিবেদনে বলা হয়েছে যে, অভিযুক্ত-আপিলকারী অভিযোগকারীর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে বাকীতে রড ক্রয় করতেন এবং বকেয়া পরিশোধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি চেকটি অভিযোগকারীকে প্রদান করেন।

মামলার আর্জিতে অভিযোগকারীর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নাম ও প্রকৃতি বা অভিযোগকারী এবং উল্লিখিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করা হয়নি।

মামলাগুলির আনুষ্ঠানিক অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অভিযুক্ত অভিযোগকারীকে ডিজঅনার হওয়া চেক দিয়েছিল। এই পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে যে, হাইটেক স্টিল রি-রোলিং মিলস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: আতিকুর রহমান হচ্ছেন চেকের গ্রহীতা।

এখন, আমরা মূল চেকগুলির দিকে নজর দেই (উভয় মামলায় সংযুক্তি-১)। গ্রহীতার নাম, অংকে এবং কথায় টাকার পরিমাণ, তারিখ,উত্তোলনকারীর নাম চেকগুলিতে মুদ্রিত আছে। দুটি চেকেই গ্রহীতার নামঃ হাইটেক ষ্টীল রি-রোলিং মিলস লি.। কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: আতিকুর রহমানের নাম চেকগুলির কোথাও দেখা যায় না। আপিলকারীর পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী **মো:নূর হুসেন বনাম মো: আলমগীর আলম ও** ২০১৭ বিএলডি (এডি) ৩৭ ২০২ মামলার নজির তুলে ধরেন এবং বলেন যে, অভিযোগকারী মোঃ আতিকুর রহমান এনআই অ্যাক্টের ধারা ৯ এর বিশ্লেষণে চেকের গ্রহীতাও নন এবং যথাযথভাবে চেকের ধারকও নন। আর্জির নিবেদনে অভিযোগকারী কীভাবে চেকের ধারক হয়েছিলেন তাও উল্লেখ নাই এবং তাই, এনআই অ্যাক্টের ধারা ১৪১ অবৈধভাবে লঙ্ঘন করে উক্ত আইনের ধারা ১৩৮ এর অধীনে অপরাধ আমলে নেওয়া হয়েছে। মোঃ নূর হাসান মামলায়, সর্বোচ্চ আদালতের গোচরে আসে যে, অভিযোগকারী কোন কিছুর বিনিময়ে চেকের ধারক ছিলেন না এবং চেকটি তাঁর কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। উক্ত বিচারকার্যটি খারিজ করা হয়েছিল।

অন্যদিকে, শুরুতেই অভিযোগকারীর পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী স্পষ্টভাবে মেনে নেন যে, অভিযোগকারীর নাম বর্ণনার ক্ষেত্রে আর্জির বক্তব্য ত্রুটিযুক্ত। কোম্পানি নিজেরই অভিযোগকারী হওয়া উচিত ছিল। বিজ্ঞ আইনজীবী এই তথ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, কোম্পানির অনুমোদিত ব্যক্তির মাধ্যমেই আর্জিগুলি দায়ের করা হয়েছিল।

লেটার অব অথোরাইজেশন কোম্পানির মুদ্রিত প্যাডে দেওয়া হয়েছিল এবং অনুমোদিত ব্যক্তির স্বাক্ষর মোঃ আতিকুর রহমান কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবেই যাচাই করেছিলেন। লেটার অব অথোরাইজেশন আপিল্যান্ট কখনও চ্যালেঞ্জ করেনি। অনুমোদিত ব্যক্তিকে সিআরপিসির ২০০ ধারা অনুযায়ী পরীক্ষা করার সময় তার দেওয়া বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি কোম্পানির নিকট চেক দিয়েছেন। বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, মামলার আর্জির শিরোনামের এই ত্রুটি একটি পরিভাষাগত ত্রুটি মাত্র এবং এ ত্রুটি মামলা ও মামলার আর্জিকে আইনগতভাবে অবৈধ করে ফেলে না।

এটা স্পষ্ট যে, চেকের গ্রহীতা বা যথাযথ ধারক বা অনুমোদনের চিঠির বিষয় মূল মামলার কার্যক্রমের কোনও পর্যায়ে আপীল্যান্ট কখনও উত্থাপন করেননি।আপীলে প্রথমবারের মতো বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছে। নথিতে থাকা কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করার পরে অভিযোগকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর এই নিবেদন আদালতের নিকট যুক্তিযুক্ত প্রতীয়মান হয় যে, কোম্পানিই চেকের গ্রহীতা এবং মামলার আর্জির একটি প্রায়োগিক ত্রুটি মামলাটিকে আইনগতভাবে অবৈধ করে ফেলে না।

<u>পাওয়ার অব অ্যাটর্নি/অনুমোদিত ব্যক্তির মাধ্যমে কোম্পানির অভিযোগ দাখিল:</u>

এনআই অ্যাক্টের অধীন উদ্ভূত দুজন ব্যক্তির মধ্যেকার বিরোধ বিষয়ক **হাশিবুল বাশার বনাম গুলজার রহমান এবং অন্যান্য**, ৫৬ ডিএলআর (এডি) ১৭ মামলায় সিদ্ধান্ত হয় যে, সিআরপিসির ধারা ২০০ এর অধীনে

যথাযথভাবে পরীক্ষার পরে প্রতিনিধি কর্তৃক দায়ের করা মামলা আমলে গ্রহণ পুরোপুরি বৈধ এবং উপযুক্ত। একই মত প্রকাশ করা হয়েছিল **নারায়ণ এবং অন্যান্য বনাম মহারাষ্ট্র ও অন্যান্য এমএএনইউ/এসসি/০৯৩৪/২০১৩=এআইআর ২০১৪ এসসি ৬৩০** মামলার সিদ্ধান্তে, যেখানে অভিযোগকারী ছিল একটি কোম্পানি এবং পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দ্বারা উক্ত মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

অ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোং লিমিটেড বনাম কেশাওয়ানন্দ, (১৯৯৮) ১ এসসিসি ৬৮৭ মামলায় এই সিদ্ধান্ত আসে যে, অভিযোগকারী যখন একটি কর্পোরেট সংস্থা হয় তখন এটি ডিজুরে অভিযোগকারী হয় এবং অবশ্যই আদালতের কার্যক্রমে সংস্থাটির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একজন মানুষকে ডিফ্যাক্টো অভিযোগকারী হিসাবে মামলাটির সাথে যুক্ত হতে হবে। সিদ্ধান্তে আরও বলা হয়েছে যে, কোনও ম্যাজিস্ট্রেট এটি কখনও জোর দিয়ে বলবেন না যে, নির্দিষ্ট ব্যক্তি, যার বক্তব্য প্রথম দফায় শপথ নেওয়ার সময় নেওয়া হয়েছিল, কেবল তিনিই প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব অব্যাহত রাখতে পারবেন। আদালতে কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অন্য কোনও ব্যক্তিকে প্রেরণের জন্য আদালতের অনুমতি নেওয়ার সুযোগ ডিজুরে অভিযোগকারী কোম্পানির জন্য উন্মুক্ত। অত্র মামলাগুলির ক্ষেত্রে, অভিযোগকারী কোম্পানি তাকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অনুমোদিত ব্যক্তিকে আদালতের অনুমতিক্রমে পরিবর্তন করেছিল। বিনিময়ের অনুমান এবং যুক্তিখণ্ডন আইন অনুমান করে যে, বিপরীত প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি চেক বিনিময়ের জন্যই প্রদান করা হয় (এনআই আইনের ধারা ১১৮ (ক))। বিনিময় ছাড়া দেয়া একটি চেক টাকা পরিশোধের কোনও বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না (ধারা ৪৩)।

এটি অভিযুক্তের জন্য একটি উপযুক্ত যুক্তি যে, চেকটি বিনিময় ছাড়াই প্রদান করা হয়েছিল। বিষয়টি এখন আর রেস ইন্টেগ্রা নেই। সুতরাং, ধারা ১১৮ (ক) এর অধীন অনুমানটি খণ্ডনযোগ্য।

আসামি-আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, অত্র মামলাগুলির ক্ষেত্রে, অভিযুক্তপক্ষ সফলভাবে উক্ত অনুমানটি প্রত্যাখ্যান করেছে। অভিযোগকারী-রেসপনডেন্ট পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী এই বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন। শুনানি চলাকালীন উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কিছু সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেন।

ইতিমধ্যে এটি লক্ষ্য করা গেছে যে, বিচার শুরুর আগে অভিযোগকারী কোম্পানি আদালতের অনুমতি নিয়েই উভয় মামলায় অনুমোদিত ব্যক্তিকে পরিবর্তন করেছিল।

৬৮১/২০১৮ নং সেশন মামলায় কোম্পানির রিকভারি অফিসার মোঃ আরিফ হোসেন পিডব্লিউ ১ হিসাবে অভিযোগকারী পক্ষদ্বারা পরীক্ষিত হন। পিডব্লিউ ১ তার জবানবন্দীতে জানান যে, "বাদী এবং আসামীর মধ্যে ব্যবসায়িক লেনদেন ছিল। বাদীর পাওনা হয় আসামীর নিকট ১,৩৪,১০,০০০/-টাকা। আসামী ১৬/৭/২০১৭ তারিখে ৪৪,৭০,০০০/-টাকার একটি চেক দেয়। ব্যাংকে উপস্থাপন করেছি কিন্তু চেকটি ডিজঅনার হয় ২৪/৮/২০১৭ তারিখে।" জেরায় পিডব্লিউ ১ জানান, "আসামীর সঙ্গে আমাদের কোনদিন ব্যবসায়িক চুক্তি নাই ইহা সত্য নয়। মালামালের কোনো রশিদ এবং ভাউচার নাই ইহা সত্য নয়। আসামীর কর্মচারী মাহামুদ হাসানের সঙ্গে বাদীর সম্পর্ক ছিল। ইহা সত্য নয়, আমরা আসামীর নিকট কোন টাকা পাবো না।"

৬৮১/২০১৮ নং সেশন মামলায় অভিযুক্তপক্ষ কোনও সাক্ষী পরীক্ষা করেনি।

৬৮২/২০১৮ নং সেশনের মামলায় পিডব্লিউ ১ মো: আরিফ হোসেন তার জবানবন্দীতে বলেন যে, "মূল বাদী আতিকুর রহমানের সঙ্গে আসামীর ব্যবসায়িক লেনদেন ছিল। বাদী রি-রোলিং মিল থেকে আসামীর

ব্যবসায়িক পরিচয়। তাতে আসামীর নিকট বাদীর এক কোটি চৌত্রিশ লক্ষ দশ হাজার টাকা পাওনা হয়। আসামী বিগত ২০/৭/২০১৭ ইং তারিখে চেক দেয়। উননব্বই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকার। বাদী নগদায়নের জন্য ঐ চেক ব্যাংকে উপস্থাপন করে ২৪/৮/২০১৭ ইং তারিখে চেকটি ডিসঅনার হয়।”

জেরায় পিডব্লিউ ১ জানান যে, “আসামীকে চিনি না। এখন কোর্টে চিনি। আসামীর সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক। আসামীর নিকট রড বিক্রি করেছি। ভাউচার বা কাগজে আসামীর স্বাক্ষর নাই। কোন তারিখে রড বিক্রি হয়েছে এবং কতো টন বিক্রি হয়েছে জানিনা। কোন সময় থেকে ব্যবসা জানি না। বাদী একসময় আসামীর কর্মচারী ছিল ইহা সত্য নয়। বাদী ঐ চেকে স্বাক্ষর আসামীর নিকট থেকে নিয়ে এই মামলা করেছে ইহা সত্য নয়। চেক জি,এম দিয়েছে ইহা সত্য নয়। ইহা সত্য নয়, অবৈধ লেনদেন করেছি।”

৬৮২/২০১৮ নং সেশন মামলায় অভিযুক্তপক্ষ ২জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেন। অভিযুক্তের মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক মো: জাকির হোসেন হলেন ডিডব্লিউ ১। অভিযুক্ত নিজে হলেন ডিডব্লিউ ২।

ডিডব্লিউ ১ তার জবানবন্দীতে জানান যে,“আমি এরশাদ গ্রুপের ম্যানেজার। বাদী পক্ষ আমাদের সাথে ব্যবসা করতে চায়। আমরা ব্যাংক গ্যারান্টির বাইরে ব্যবসা করবো না বলে দেই। আমাদের কোম্পানীর জি,এম মাহমুদ হাসান চেক দেয় বাদীপক্ষকে এবং নিজেই ব্যবসা করে। এই বিষয়ে আমরা জানি না। আমরা বাদীপক্ষের নিকট থেকে কোন মালামাল নিয়েছি তন্মধ্যে কোনো ডকুমেন্ট নাই। জি,এম মাহমুদ হাসানের বিরুদ্ধে এজন্যে মামলায় সে জেল হাজতে আছে।” জেরায় ডিডব্লিউ ১ বলেন,“বাদীপক্ষ কবে ব্যবসা করতে গিয়েছে তারিখ জানিনা। জি,এম সাহেব থাকাকালে এই ঘটনা হয়েছে।”

ডিডব্লিউ ২ তার জবানবন্দীতে বলেছেন, “আমি এই মামলার আসামী। বাদী তার ফ্যাক্টরীর মার্কেটিং করার জন্য বলায় আমি বলেছি এগ্রিমেন্ট না করলে ব্যবসা হবে না। আমি অগ্রিম চেকে স্বাক্ষর দিয়ে রাখি এবং বিদেশে যাই। আমার জি,এম বাদীর সঙ্গে ব্যবসা করেছে ইহা আমি জানতাম না। জি,এম সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা করেছি। সে জেল হাজতে আছে। জি,এম আমার নামীয় চেক দিয়েছে। আমি বাদীর সঙ্গে কোন ব্যবসা করিনি।"জেরায় ডিডব্লিউ ২ বলেন,"সাফাই সাক্ষী নং-১, আমার প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার। তর্কিত চেকটি আমার ইহা সত্য। ইহা সত্য নয়, আমি এবং আমার জি,এম স্বাক্ষর করে মালামাল রেখেছি। তর্কিত চেকটি আমার। চেকে আমার স্বাক্ষর আছে।"

মোঃ আবুল কাহের শাহিন বনাম এমরান রশিদ এবং অন্যান্য মামলায় ২০১৭ সালের ফৌজদারি আপীল নং ৬৩-৬৬ -এ (রায়ের তারিখ; ১৮.০২.২০২০, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত), গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি ছিল এনআই আইনের ধারা ১৩৮ এর অধীনে আনা অভিযোগ বিবেচনা করার সময়, আদালত অভিযুক্তপক্ষকে পরীক্ষা করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কিনা। অন্য কথায়, আদালত কি কেবল চেকের সত্যতা যাচাই করবেন নাকি, অভিযোগকারী এবং আসামির মামলার দাবির বিশ্বাসযোগ্যতা নথিতে অন্তর্ভূক্ত উপকরণ পরীক্ষা ও বিবেচনা করে নির্ধারণ করবেন। আপীল বিভাগে সিদ্ধান্ত হয় যে, "অভিযুক্ত ব্যক্তি একটি সম্ভাব্য যুক্তি উত্থাপনের মাধ্যমে বিনিময়ের অস্তিত্বহীনতা প্রমাণ করতে পারেন। অভিযুক্তপক্ষ যদি প্রাথমিকভাবে ভার বিনিময়ের অস্তিত্ব অসম্ভব বা সন্দেহজনক ছিল অথবা এটি অবৈধ ছিল তা সফলভাবে প্রমাণ করতে পারে, তাহলে প্রমাণের ভার অভিযোগকারীর উপর বর্তায়। তিনি এটিকে সত্য ঘটনা হিসাবে প্রমাণ করতে বাধ্য থাকবেন এবং প্রমাণ করতে ব্যর্থ হলে তিনি হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন এর ভিত্তিতে কোন প্রতিকার পাবেন না। যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তি

বিনিময়ের অস্তিত্বহীনতা দেখিয়ে তা প্রমাণের প্রাথমিক ভার বহন করতে অসমর্থ হন, সেক্ষেত্রে অভিযোগকারী অবশ্যই উক্ত আইনের ধারা ১১৮ (ক) অনুসারে উদ্ভূত অনুমানের সুফল তার নিজ পক্ষে পেতে হকদার হবেন। এই অনুমানকে অস্বীকার করতে হলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এ জাতীয় তথ্য ও বিষয়াদি মামলার নথিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা বিবেচনা করে আদালত হয় বিশ্বাস করতে পারে যে কোন বিনিময়ের অস্তিত্ব ছিল না, অথবা এর অস্তিত্বহীনতা এতটাই সম্ভাব্য ছিল যে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি এই পরিস্থিতিতে কোন বিনিময়ের অস্তিত্ব ছিল না এমন আবেদনের ভিত্তিতে কোন পদক্ষেপ নিবে না।

উপরোক্ত মামলায় আরও সিদ্ধান্ত হয় যে,"তবে, প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দিয়েই যে অভিযুক্তকে বিনিময় বা ঋণের অস্তিত্ব অপ্রমাণ করতে হবে তা নয়, কারণ নেতিবাচক প্রমাণ থাকা সম্ভব নয় এবং তা বিবেচনাও করা যায় না।”

একই সাথে, এটি স্পষ্ট যে,শুধুমাত্র বিনিময় অস্বীকার করেও অভিযুক্তের উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। প্রমাণের ভার অভিযোগকারীর উপর ন্যস্ত করার জন্য যা কিছু রেকর্ডে আনা সম্ভব তা রেকর্ডে আনতে হবে। উক্ত আইনের ধারা ১১৮ এবং ১৩৮ এর অধীনে অনুমানকে অস্বীকার করার জন্য যে প্রমাণের ভার রয়েছে তা অভিযুক্তের জন্য গুরুভার নয়। প্রত্যক্ষ বা সারগর্ভ প্রমাণের মাধ্যমে সম্ভাবনার ভারসাম্য ঝুঁকিয়ে দেয়াই অভিযোগকারীর কাছে প্রমাণের ভার ন্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট। সম্ভাবনার ভারসাম্য ঝুঁকিয়ে দেয়ার বিষয়টি রেকর্ডে থাকা প্রমাণাদি এবং পক্ষগণ যে পরিস্থিতিতে রয়েছে তা উল্লেখের মাধ্যমে বিবেচনায় আনা যায়।

এনআই অ্যাক্টের ১১৮ ধারা একটি প্রমাণের ভার বদলানোর ধারা। মো: আবুল কাহের শাহিন বনাম এমরান রশিদ (সুপ্রা) মামলায় উচ্চ আদালত এই নীতিটি নির্ধারণ করেছেন যে, আইনী অনুমানকে অস্বীকার করার জন্য, কোনও অভিযুক্তকে 'সম্ভাবনার অগ্রগতি' প্রতিষ্ঠা করা বা 'সম্ভাব্য প্রতিরক্ষা' উত্থাপন করতে হবে যে, কোন বিনিময়ের অস্তিত্ব অসম্ভব বা সন্দেহজনক ছিল বা এটি অবৈধ ছিল। এইভাবে, রেকর্ডে থাকা প্রমাণাদি কাগজপত্র এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করা যেতে পারে।

এটা জরুরী না যে, প্রমাণের ভার বহন করার জন্য অভিযুক্তকে অবশ্যই সাক্ষী হতে হবে (কে প্রকাশন বনাম পি কে সুরেন্দ্রন, ২০০৮ টি ক্রিমিনাল (এসসি) ১৩৮) অথবা নিজেকেই প্রমাণাদি হাজির করতে হবে **(রাঙ্গাপ্পা বনাম মোহন,** মানু/এসসি/০৩৭৬/২০১০ = এআইআর ২০১০ এসসি ১৮৯৮)। যদি প্রসিকিউশন মনে করে যে, অভিযুক্ত আইনত অনুমানকে খণ্ডন করতে সফল হয়েছে এবং/অথবা মামলাটি তার হাত থেকে ফসকে যাচ্ছে, তাহলে মামলা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণ করার জন্য অবস্থা অনুযায়ী তার সাক্ষীদের পুনরায় ডাকার এবং/অথবা সিআর.পি.সি. -এর ৫৪০ ধারার আশ্রয় গ্রহণের স্বাধীনতা প্রসিকিউশনের রয়েছে। পিডব্লিউ ১ (অভিযোগকারী সংস্থার অনুমোদিত এজেন্ট) আদালতেই প্রথমবার অভিযুক্তকে দেখে। তিনি পক্ষগুলির মধ্যে ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পর্কে কিছুই জানেন না, যা প্রসিকিউশন মামলার ভিত্তি। পিডব্লিউ ১, প্রকৃতপক্ষে, অভিযোগকৃত ব্যবসায়ের লেনদেন সম্পর্কে কোন জ্ঞানই রাখেন না, যথাযথ জ্ঞান তো নয়ই।

অন্যদিকে, ডিডব্লিউ ১ এবং ডিডব্লিউ ২ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে যে, আসামি চুক্তি ছাড়া অভিযোগকারীর সাথে ব্যবসা করতে রাজী ছিলেন না, তিনি অগ্রিম চেক স্বাক্ষর করেন এবং বিদেশে চলে যান, তার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) উক্ত চেকগুলি ব্যবহার করেন এবং অভিযোগকারীর সাথে ব্যবসা করেন

সে বিষয়ে অভিযুক্ত জ্ঞাত ছিলেন না, অভিযুক্ত উক্ত জিএমের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করেন এবং উক্ত মামলায় তিনি কারাগারে রয়েছেন। অভিযুক্তপক্ষের এই বক্তব্য রাষ্ট্রপক্ষ অপ্রমাণ করতে পারেনি।

'সম্ভাবনার ঝোঁক' অথবা 'সম্ভাব্য দোষখণ্ডন' পরীক্ষার প্রয়োগ করে, এই আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, অভিযুক্তপক্ষ সাফল্যের সাথে বিনিময়ের আইনত অনুমানকে অপ্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। সুতরাং, চেকগুলি যে বিনিময়ের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছিল-তা 'যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরের' মানদণ্ডে প্রমাণ করার ভার প্রসিকিউশনের উপর চলে আসে। কিন্তু, প্রসিকিউশন সেই ভার বহনে ব্যর্থ হয় এবং মামলার মূল ভিত্তি (ব্যবসায়িক লেনদেন এবং বিনিময় আদান-প্রদান) নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং অনিবার্য উপসংহার হল, আসামী কর্তৃক প্রশ্নবিদ্ধ চেকগুলো স্বাক্ষরিত হওয়া সত্ত্বেও এবং অভিযোগকারী সংস্থা গ্রহীতা হওয়া সত্ত্বেও, কোনো বিনিময় ছাড়াই চেকগুলো উত্তোলন করা হয়েছিল। এই মুহূর্তে, অভিযোগকারীর পক্ষে বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট রাঙ্গাপ্পা (সুপ্রা) কেসটি উল্লেখ করেন এবং বক্তব্য পেশ করেন যে, অভিযুক্তরা আইনী নোটিশ পেয়েও সেটির জবাব দেয়নি যার ফলে অভিযোগকারীর মামলার গুণাগুণ অক্ষুন্ন রয়েছে। যুক্তিটি ভুল। আইনী নোটিশের জবাব না দেয়া বিনিময়ের অনুমানের সফল খণ্ডনকে অগ্রায্য করে না। বিচারিক আদলত উক্ত রায় দায়সারাভাবে প্রদান করেছেন এবং উক্ত চেকগুলি যে বিনিময় ছাড়াই প্রদান করা হয়েছে তা বিবেচনায় আনতে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রসিকিউশন মামলা দায়ের করা থেকে শুরু করে বিচারিক কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাজে ও আনাড়িভাবে মামলা পরিচালনা করেন। উপরে বর্ণিত কারণে সাজার রায় বহাল থাকতে পারে না।

ফলস্বরূপ, উভয় আপীল মঞ্জুর করা হলো। ২০১৭ সালের সি.আর মামলা নং- ১১১৫ থেকে উদ্ভূত সেশনস কেস নং ৬৮১/২০১৮ এ বিগত ১৫.১০.২০১৯ তারিখে বিজ্ঞ দায়রা জজ, নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক আপিলকারীকে প্রদত্ত ১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন এর ১৩৮ ধারায় সাজার রায় ও আদেশ এবং ২০১৭ সালের সি.আর মামলা নং-১১১৬ থেকে উদ্ভূত সেশনস কেস নং ৬৮২/২০১৮ এ বিগত ০৯.১০.২০১৯ তারিখে বিজ্ঞ দায়রা জজ, নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক আপিলকারীকে প্রদত্ত ১৮৮১ সালের হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন এর ১৩৮ ধারায় সাজার রায় ও আদেশ বাতিল করা হলো। আপিলকারীকে অভিযোগের দায় থেকে খালাস প্রদান করা হল। তাকে জামিনের বন্ড থেকে মুক্তি দেয়া হল। আপিল দায়েরের পূর্বে বিচারিক আদালতে আপিলকারী যে পরিমাণ অর্থ জমা প্রদান করেছিলেন তা তার নিকট ফেরত দেয়ার জন্য নিম্ন আদালতকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

নিম্ন আদালতের নথিপত্র অনতিবিলম্বে ফেরত পাঠানো হোক। রায় এবং আদেশ সংশ্লিষ্ট আদালতে প্রেরণ করা হোক।

দায়বর্জন বিবৃতি (DISCLAIMER)

শুধুমাত্র মামলার দুই পক্ষের এবং জনসাধারণের বোঝার সুবিধার্থে ‘আমার ভাষা’ সফটওয়্যার ব্যবহার করে বাংলায় এই রায়টি অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলায় অনূদিত এ রায়কে অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক ও সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালতের প্রকাশিত ইংরেজি রায়টিকে যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজী ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকেই অনুসরণ করতে হবে।